দর্শনায় ট্রাক মালিক গ্রুপ আহ্বায়ক কমিটির পরিচিতি সভা ও শপথ গ্রহণ

দর্শনা থানা ট্রাক মালিক ও শ্রমিক ট্রান্সপোর্ট প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় এবং ট্রাক মালিক গ্রুপ আহ্বায়ক কমিটির পরিচিতি সভা ও শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার বেলা ১২টায় কেরু অফিসার্স ক্লাবে আয়োজিত পরিচিতি সভা ও শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন দর্শনা থানা ট্রাক মালিক গ্রুপের আহ্বায়ক এনামুল হক শাহ মুকুল।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা ট্রাক মালিক গ্রুপের সভাপতি আরিফ হোসেন জোয়াদ্দার সোনা। প্রধান বক্তা ছিলেন জেলা ট্রাক মালিক গ্রুপের সাধারণ সম্পাদক মামুন-উর-রশিদ টনিক। তিনি ট্রাক মালিকদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের বিষয়ে কথা তুলে ধরে বলেন, “আমাদের ১৭ জনের কমিটি। জেলার মালিকদের ট্রাক নিয়ে কোনো সমস্যা সৃষ্টি হলে আমি সবসময় আপনাদের পাশে থেকে সেই সমস্যার সমাধানে কাজ করে যাব।”

জেলা ট্রাক মালিক গ্রুপের সভাপতি আরিফ হোসেন জোয়াদ্দার বলেন, “আমরা জেলা ট্রাক মালিক গ্রুপ সবসময় মালিকদের স্বার্থে নিয়োজিত ছিলাম। আগামীতেও ট্রাকের যেকোনো বিপদ-আপদে মালিকদের পাশে থেকে সমস্যা সমাধানে কাজ করতে চাই।”

এ সময় আরও বক্তব্য রাখেন দর্শনা থানা ট্রাক মালিক গ্রুপ আহ্বায়ক কমিটির সদস্য মনিরুল ইসলাম মনি, রফিকুল ইসলাম, মোর্শেদ লিংকন।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা ট্রাক ও ট্র্যাক্টর শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি সাইফুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক আবু সাঈদ।

অনুষ্ঠানে দর্শনা থানা ট্রাক মালিক গ্রুপের সদস্য আব্দুর রাজ্জাক, আকবর আলী, রজ্জাক মিয়া প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন দর্শনা থানা ট্রাক মালিক গ্রুপের সদস্য সচিব কামরুল ইসলাম তরফদার সোহেল।

জামায়াত ক্ষমতায় আসলে মহিলাদের মর্যাদা নিশ্চিত করবে

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থানা জামায়াত আয়োজিত মহিলা সমাবেশে জেলা আমীর ও চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী রুহুল আমিন বলেছেন, জামায়াতে ইসলামী রাষ্ট্রক্ষমতায় আসলে সবার আগে মহিলাদের মর্যাদা নিশ্চিত করবে। কারণ একমাত্র ইসলামই মহিলাদের সম্মানের আসনে সমাসীন করেছে। আজ এক শ্রেণির মানুষ মহিলাদের ভুল বোঝাবার চেষ্টা করছে।

তিনি বলেন, শুধুমাত্র রাজনীতি করার অপরাধে আমাদের ৫৫০ জন ভাই-বোন ও ছাত্রকে আওয়ামী লীগ হত্যা করেছে। অসংখ্য ছাত্রকে তারা গুম করেছে। তিনি আরও বলেন, এই নির্বাচন শুধু আমরা বিজয়ী হওয়ার জন্য করছি না; বরং এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আগামীতে বাংলাদেশে ইসলামের রাজ কায়েমের মাধ্যমে জুলুম-নির্যাতনের অবসান হবে।

গতকাল শনিবার দর্শনা অঙ্কুর আদর্শ স্কুল মাঠে দর্শনা থানা মহিলা বিভাগের সেক্রেটারি রাশেদুন নাহার ববিতার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মহিলা সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে জেলা আমীর রুহুল আমিন উপরোক্ত কথা বলেন।

তিনি বলেন, দীর্ঘ নির্যাতনের পর এমন সময়ে আমরা নির্বাচনী কার্যক্রম হাতে নিয়েছি, যখন একজন স্ত্রী তার স্বামীকে খুঁজে পায় না, একজন বোন তার ভাইকে খুঁজে পায় না, একজন বাবা তার সন্তানকে খুঁজে পায় না।

জামায়াতে ইসলামী রাষ্ট্রক্ষমতায় আসলে সবার আগে মহিলাদের মর্যাদা নিশ্চিত করবে। কারণ একমাত্র ইসলামই মহিলাদের সম্মানের আসনে সমাসীন করেছে। আজ এক শ্রেণির মানুষ মহিলাদের ভুল বোঝানোর চেষ্টা করে যে ইসলাম মহিলাদের ঘরে আবদ্ধ রাখতে চায় এটা মিথ্যা প্রচারণা।

জাহেলিয়াতের সমাজে যখন কন্যাসন্তানকে জীবন্ত কবর দেওয়া হতো, তখন ইসলামী সমাজে কন্যাসন্তানের বাবা-মাকে জান্নাতী বলে ঘোষণা করা

হয়েছে। আমরা রাষ্ট্রক্ষমতায় গেলে সমাজের প্রতিটি স্তরে নারীদের সম্মানজনক অবস্থান নিশ্চিত করবো। তাদের জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা হবে।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের নির্বাচনী পরিচালক, জামায়াতের জেলা নায়েবে আমীর মাওলানা আজিজুর রহমান, জেলা সহকারী সেক্রেটারি আব্দুল কাদের। সভায় বক্তব্য রাখেন দর্শনা সাংগঠনিক থানা শাখার আমীর মাওলানা রেজাউল করিম।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দর্শনা পৌর শাখার আমীর সাহিকুল আলম অপু, থানা সহকারী সেক্রেটারি মাজহারুল ইসলাম ও জাহিদুল ইসলাম, এবং পৌর শাখার সেক্রেটারি শাহরিয়ার আলম দবির। অনুষ্ঠানে প্রায় ৫ সহস্রাধিক মহিলা নেতা-কর্মী অংশগ্রহণ করেন।

দর্শনায় ৮৮তম আখ মাড়াই শুরু কেরু অ্যান্ড কোম্পানির

দেশের ঐতিহ্যবাহী বড় চিনিকল চুয়াডাঙ্গার দর্শনা কেরু অ্যান্ড কোম্পানি ৬৩ কোটি টাকার পুঞ্জীভূত ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে ৮৮তম আখ মাড়াই মৌসুমের কার্যক্রম শুরু করেছে।

গতকাল শুক্রবার বিকেল ৪টার সময় চিনিকলের ক্যান ক্যারিয়ারে আখ নিক্ষেপ করে মাড়াই মৌসুমের উদ্বোধন করেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান। এর আগে মিলের ক্যান ক্যারিয়ার প্রাঙ্গণে চলতি আখ মাড়াই মৌসুমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব রশিদুল হাসান। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন খুলনা রেঞ্জের ডিআইজি মো. রেজাউল হক।

উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ কামাল হোসেন,

পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম, সার্বিক ব্যবস্থাপনায় কেরু অ্যান্ড কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. রাব্বিক হাসান, দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) এ এইচ এম তাসফিকুর রহমান, দর্শনা পৌর বিএনপির প্রধান সমন্বয়ক হাবিবুর রহমান বুলেট।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৬৪ মাড়াই দিবসে ৭২ হাজার ২৩৫ মেট্রিক টন আখ মাড়াই করে ৩ হাজার ৬৮৫ মেট্রিক টন চিনি উৎপাদন করা হয়। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ৭২ মাড়াই দিবসে ৭৬ হাজার মেট্রিক টন আখ মাড়াই করে ৪ হাজার ২৫৬ মেট্রিক টন চিনি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে মিল কর্তৃপক্ষ। দৈনিক আখ মাড়াই ক্ষমতা ১ হাজার ১৫০ মেট্রিক টন। মিল চালুর পর থেকে ৮৮টি মৌসুমেই লোকসান হয়েছে, ফলে মিলের ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৬৩ কোটি ৫০ লাখ ৫১ হাজার ৩৪৫ টাকা। পরে ৮ জন আখচাষীর মাঝে ক্রেস্ট প্রদান করেন শিল্প উপদেষ্টা আদিলুর রহমান।

প্রায় ২২ কোটি টাকা ব্যয়ে মিল হাউজে নতুন যন্ত্রপাতি সংযোজন করে চিনিকলটিকে আধুনিকায়নের কাজ চলছে। এতে আখ মাড়াই ও চিনি উৎপাদনের সক্ষমতা বাড়বে। তবে এলাকায় আখ চাষ ক্রমাগত কমে যাওয়ায় সংকটে পড়েছে দেশের এই ঐতিহ্যবাহী চিনিকলটি। চাষিদের দাবির প্রেক্ষিতে মৌসুমে আখের ক্রয়মূল্য বাড়িয়েছে সরকার। এবার প্রতিমণ (৪০ কেজি) আখের মূল্য ২৫০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। যদিও চিনির মূল্য বেড়েছে, তবে আশানুরূপ হারে আখের মূল্য বৃদ্ধি হয়নি বলে অভিযোগ আখচাষীদের। তারা আখের মূল্য আরও বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন।

চিনি আহরণের হার ৫ দশমিক ৬০ শতাংশ ধরা হয়েছে। মিলটি দৈনিক ১ হাজার ১৫০ মেট্রিক টন আখ মাড়াই করবে। ৭২ থেকে ৭৫ দিন মিল চালু থাকবে। মিলজোন এলাকায় এবার আখ রয়েছে ৫ হাজার ৫৬২ একর জমিতে। এর মধ্যে চিনিকলের নিজস্ব খামারে ১ হাজার ৬২৫ একর এবং চাষিদের ৩ হাজার ৯৩৭ একর জমিতে আখ চাষ হয়েছে।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মিলের মহাব্যবস্থাপক (কৃষি) আশরাফুল আলম ভুইয়া। দোয়া পরিচালনা করেন কেরু জামে মসজিদের পেশ ইমাম সামসুজ্জোহা আজাদী। অনুষ্ঠানে মিলের কর্মকর্তা ও আখচাষীরা উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গা মহিলা ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক ফজলুর রহমান আর নেই

আলমডাঙ্গা মহিলা ডিগ্রী কলেজ এর প্রতিষ্ঠাকালিন শিক্ষকদের মধ্যে অন্যতম সহকারি অধ্যাপক(রাষ্ট্র বিজ্ঞান), মো: ফজলুর রহমান, ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্না-লিল্লাহ ওয়া ইন্নাইলাইহি রাজিউন)

গতকাল শুক্রবার রাত ২ টার সময় আলমডাঙ্গা চাতাল মোড়ের নিজ বাসভবনে মৃত্যুবরণ করেন। তার পারিবারিক সুত্রে জানাগেছে, ফজলুর রহমান দীর্ঘদিন ধরে ডাইবেটিকসসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত ছিলেন। তার একমাত্র সন্তান প্রায় এক বছর তার বিছানাগত পিতার দেখাশোনা করেছে।

গতকাল শুক্রবার বাদ জুম্মা আলমডাঙ্গা দারুসসালাম ঈদগাঁ মাঠে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জানাজায় উপস্থিত ছিলেন, আলমডাঙ্গা মহিলা ডিগ্রি কলেজের প্রভাসক উপজেলা জামায়াতের আমির শফিউল আলম বকুল, সহকারি অধ্যাপক কামাল হোসেন, মোস্তাফিজুর রহমান, হারদী এম এস জোহা ডিগ্রি কলেজের সহকারি অধ্যাপক ইদ্রিস আলী খান, আলমডাঙ্গা পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান ওল্টু,প্রভাসক একেএম গোলাম সরওযার, সিনিয়র প্রভাসক মো: বজলুর রশিদ, হুমায়ূন কবির, শরিফুল ইসলাম, আব্দুল খালেক, কামাল হোসেন,শামসুল আলম, জামিল হাসান প্রমুখ। জানাজার নামাজ পড়ান মওলানা মাহাদী ইসলাম।জানাজা শেষে দারুসসালাম কবরস্থানে দাফন সম্পন্ন হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় ১১ জন হাফেজাকে পুরস্কৃত

আলমডাঙ্গা উম্মুল ক্বুরা হাফিজিয়া কওমিয়া মহিলা মাদরাসা’র উদ্যোগে ১ দিনব্যাপী ৩য় বার্ষিক তাফসীরুল কুরআন মাহফিল অনুষ্ঠিত

হয়েছে। হাউসপুর জানাযার মাঠ, ২ কপাট সংলগ্নে গতকাল বাদ আসর হতে রাত ১২ টা পর্যন্ত চলে এ মাহফিল।

এ মাহফিলে ১১ জন মেয়েকে হিফজুল কুরআন শেষ করায় তাদেরকে সনদ ও বোরকা প্রদান করা হয়েছে। মাদরাসা কর্তৃপক্ষের আয়োজনে ও হাউসপুর-আলমডাঙ্গাবাসীর সার্বিক সহযোগীতায় মাহফিলে মহিলাদের পর্দার সাহায্যে দেখানো হয়েছে। প্রধান মেহমান হিসেবে বয়ান করলেন, নারায়ণগঞ্জের মুহতামিম ও শাইখুল হাদীস, জামিয়া হাজী শাহজাদী বাইতুল কুরআন, শাইখুল ইসলাম আল্লামা শাহ্ আহমদ শফী (রহঃ)’র সুযোগ্য খলিফা মুফতি নূরুল আমিন তালিমী।

প্রধান বক্তা ছিলেন, বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ ঢাকা খাদিজাতুল কুবরা (রাঃ) বালক বালিকা মাদরাসার প্রিন্সিপাল মুফতি সৈয়দ জুনায়েদ আযহারী- সিলেটী, বিশেষ বক্তা ছিলেন আলমডাঙ্গা জান্নাতুল বাকী জামে মসজিদের ইমাম ও খতিব হাফেজ মাওলানা আব্দুল কাদের, বি-বাড়িয়ার মুফতি মুযযাম্মিল হক আমিনী,নারায়ণগঞ্জের মুফতি যোবায়ের আহমাদ। উম্মুল ক্বুরা হাফিজিয়া কওমিয়া মহিলা মাদরাসা’র পরিচালক মুফতি ইয়ামিনের উপস্থাপনায় আমন্ত্রিত মেহমান হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাজী মোঃ আব্দুর রব,হাজী মোঃ নিজাম উদ্দিন মুন্সি, হাজী রেজা আহমাদ, ডাউকি ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আবদার আলী,বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আশরাফুল আলম,এবিএম মকসেদুল আমীন সোহাগ।

এছাড়াও স্থানীয় সুধীজনেরা ও উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য ১১জন হাফেজা হলেন হাফেজা মোছাঃ আয়েশা সিদ্দিকা, হাফেজা খাদিজা তুল কোবরা, হাফেজা উম্মে খাদিজা, হাফেজা মোছাঃ আনিসা বিনতে আজিজ, হাফেজা জয়নব আহমেদ, হাফেজা ফাতেমা খাতুন, হাফেজা মোছাঃ তাসনিম আক্তার, হাফেজা খাদিজাতুল কুবরা সুমাইয়া, হাফেজা মোছাঃ মাহফুজা খাতুন,হাফেজা আল আশরাফিজ্জামান রোজা,হাফেজা মাইমুনা।

জীবননগরে ইয়াবাসহ উজির

গ্রেপ্তার

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে ইয়াবাসহ উজিরকে আটক করেছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা আড়াইটার দিকে জীবননগর পৌরসভার লক্ষীপুর পশ্চিম পাড়ায় নিজ বসতবাড়িতে ইয়াবা বিক্রির সময় তাকে আটক করে পুলিশ।

আটককৃত উজির, ওরফে ঘরজামাই উজির (৬০)। তার কাছ থেকে ৬০ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে জীবননগর থানা পুলিশ।

পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে উজিরের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাকে হাতেনাতে আটক করা হয়।

এ বিষয়ে জীবননগর থানার (ওসি তদন্ত) রিপন কুমার বলেন, মাদকের বিরুদ্ধে আমাদের জিরো টলারেন্স নীতি। এ ধরনের অভিযান নিয়মিতভাবে চলবে। আটককৃত আসামীর বিরুদ্ধে জীবননগর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করা হয়েছে।

দর্শনায় জামায়াতের ব্যতিক্রমী আয়োজন: ছাত্র ও যুব সমাজের মুখোমুখি প্রার্থী

জামায়াতে ইসলামীর জেলা আমীর ও জামায়াত মনোনীত চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মোঃ রুহুল আমিন বলেছেন, কোমলমতি শিশুদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানমুখী করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা নিতে চাই। আমরা রাষ্ট্রক্ষমতায় গেলে দর্শনা অথবা দত্তনগরকেন্দ্রিক একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে চাই।

তিনি বলেন, চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে রাস্তাঘাট বর্তমানে নাজুক অবস্থায় রয়েছে। সুযোগ পেলে এগুলোকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নির্মাণ করবো

বিশেষ করে আমাদের যে হাইওয়ে রয়েছে তা ফোর লেনে উন্নীত করে যানজটমুক্ত করা হবে। কৃষকদের জন্য কোল্ড স্টোরেজের ব্যবস্থা করতে চাই। আমাদের এলাকায়, বিশেষ করে দর্শনায় সরকারি হাসপাতাল নেই সুযোগ পেলে চিকিৎসাসেবা মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেব।

তিনি আরও বলেন, আমরা প্রতি মাসে কীভাবে বয়স্ক ও মুক্তিযোদ্ধাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা যায় সে ব্যবস্থাও নেব। কিশোর গ্যাং বা যুব গ্যাং যেন সমাজে তৈরি না হয় আমরা তার প্রতিরোধে ব্যবস্থা নিতে চাই। নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়ে কেন্দ্রীয় জামায়াতের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যেসব পেশায় নারীরা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন সেসব ক্ষেত্রে সুযোগ সম্প্রসারণ করা হবে। যেখানে নারীর উপস্থিতি বেশি, সেখানে তাদের কর্মঘণ্টা কমানো, বেবি কেয়ার ব্যবস্থা করা এবং নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করা হবে।

তিনি আরও জানান, গত বছর চুয়াডাঙ্গা জেলায় ১ লাখ গাছ লাগানো হয়েছিল। ক্ষমতায় গেলে আমরা নিজেরা কোনো সরকারি গাছ কাটবো না, কাউকেও কাটতে দেব না।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে ৩টায় দর্শনা পৌর অডিটরিয়াম কাম কমিউনিটি সেন্টারে জামায়াতে ইসলামী আয়োজিত “ছাত্র ও যুব সমাজের মুখোমুখি প্রার্থী” শীর্ষক ব্যতিক্রমধর্মী অনুষ্ঠানে যুব ও ছাত্রসমাজের প্রতিনিধিদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে স্কুল–কলেজের শিক্ষার্থী ছাড়াও প্রায় ৬ শতাধিক যুবক অংশগ্রহণ করে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা জামায়াতের নায়েবে আমীর ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান মাওলানা আজিজুর রহমান এবং ইসলামী ছাত্রশিবিরের জেলা সভাপতি সাগর আহমেদ।

আরও উপস্থিত ছিলেন জামায়াতের দর্শনা পৌর আমীর সাহিকুল আলম অপু, ইসলামী ছাত্রশিবিরের জেলা সেক্রেটারি হাফেজ আমিরুল ইসলাম, সাবেক জেলা সভাপতি মহসিন এমদাদুল্লাহ জামেন, ছাত্রশিবিরের প্রকাশনা সহকারী আব্দুর রহিম, দর্শনা থানা শাখার সভাপতি লোকমান হৃদয়, দামুড়হুদা থানা সভাপতি আল ফাহাদ সবুজ, জীবননগর থানা সভাপতি মোঃ রাসেল আহমেদ, মাজলিসুল মুফাছসিরিনের জেলা সেক্রেটারি আব্দুল খালেক প্রমুখ।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মোঃ মাসুম বিল্লাহ।

দর্শনা পৌরসভার কর্মচারী ইউনিয়ন কমিটি গঠন

দর্শনা পৌরসভার কর্মচারী ইউনিয়নের ত্রিবার্ষিক কমিটি গঠন করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেল ৩টায় দর্শনা পৌর কার্যালয়ে কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি আরিফিনের সভাপতিত্বে এ কমিটি গঠনের কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।

গত বছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রদান করেন ক্যাশিয়ার মমিনুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে আলোচনা করেন কর্মচারী ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক হারুন অর রশিদ, সাংগঠনিক সম্পাদক জাহিদুল ইসলাম, সহ-সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক, সাবেক সভাপতি সরওয়ার হোসেন, উচ্চমান সহকারী শাহ আলম, লাইসেন্স পরিদর্শক মমিনুল ইসলাম, প্রধান সহকারী রুহুল আমিন প্রমুখ।

আলোচনা শেষে দর্শনা পৌরসভার কর্মচারী ইউনিয়নের ত্রিবার্ষিক নির্বাচনে সর্বসম্মতিক্রমে আরিফিন হোসেনকে সভাপতি ও হারুন অর রশিদকে সাধারণ সম্পাদকসহ পূর্বের কমিটিকে আবারও ৩ বছরের জন্য দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

দর্শনায় পৃথক দুই স্থানে দর্শনা মুক্ত দিবস পালিত

দর্শনায় পৃথক দুইটি স্থানে ৪ ডিসেম্বর দর্শনা মুক্ত দিবস পালিত হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় দর্শনা পৌর কমান্ডের উদ্যোগে দর্শনা পুরাতন বাজার মুক্তিযোদ্ধা কার্যালয়ের সামনে জাতীয় সংগীত পরিবেশন ও জাতীয় পতাকা এবং মুক্তিযোদ্ধা পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে দিনের কর্মসূচি শুরু হয়।

পরে মুক্তিযোদ্ধারা একটি র্যালি নিয়ে দর্শনা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন দামুড়হুদা উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডের আহ্বায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা হাফিজুল ইসলাম এবং দর্শনা থানা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক চেয়ারম্যান খাজা আবুল হাসনাত। মুক্তিযোদ্ধা পতাকা উত্তোলন করেন দর্শনা পৌর কমান্ডের বীর মুক্তিযোদ্ধা ফজলুল হক ও দর্শনা পৌর বিএনপির প্রধান সমন্বয়ক হাবিবুর রহমান বুলেট।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা এরশাদ আলী, বদরুল আলম ফিট্টু, জাকির হোসেন, সিরাজুল ইসলাম, আব্দুল হাকিম, আব্দুল বারিক, আনিছ উদ্দিন ও মনিরুজ্জামান।

এছাড়া বিকাল সাড়ে ৩টায় দর্শনা মুক্তমঞ্চে গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্ট দর্শনা শাখার উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মুক্ত দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির দর্শনা শাখার সাধারণ সম্পাদক এ কে এম রবিউল আলম। প্রধান আলোচক ছিলেন বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির চুয়াডাঙ্গা জেলা কমিটির সভাপতি, বাংলাদেশ জাসদের জেলা কমিটির সভাপতি ও কেন্দ্রীয় কমিটির স্থায়ী সদস্য।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল খালেক, বীর মুক্তিযোদ্ধা হাফিজুল আলম, বীর মুক্তিযোদ্ধা বিল্লাল হোসেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হান্নান প্রমুখ।

দর্শনায় তীরধান দিবস ও লোকসংস্কৃতি বাউল মেলার উদ্বোধন

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় মরমী সাধক আফতাব শাহ স্মরণে ২৬তম তীরধান দিবস ও ৪ দিনব্যাপী লোকসংস্কৃতি (বাউল মেলা) উদ্বোধন ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৭টার দিকে আকন্দবাড়িয়া বাউল পরিষদের আয়োজনে এ অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। এর আগে বিকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী লাঠিখেলা, হাডুডু খেলাসহ আরও কয়েকটি খেলা প্রদর্শন করা হয়। এসব খেলা দেখতে মেলার মাঠে হাজারো নারী-পুরুষ ও শিশু-কিশোরের ভিড় জমে।

উদ্বোধন ও আলোচনা অনুষ্ঠানে দর্শনা থানা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও বেগমপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা আহম্মদ আলীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধা খাঁজা আবুল হাসনাত। প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয় কমিটির প্রধান সমন্বয়ক হাবিবুর রহমান বুলেট। আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয় কমিটির সমন্বয়ক আলহাজ্ব মো. মশিউর রহমান।

অতিথিরা বলেন, আকন্দবাড়িয়া বাউল পরিষদের এই আয়োজন সত্যিই প্রশংসনীয়। এই অনুষ্ঠান বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য ধরে রেখেছে, যা বর্তমান সময়ে খুবই বিরল। প্রতি বছরের মতো এবারও বাউল মেলা ও লোকজ সংগীতের আয়োজন করা হয়েছে, যেখানে রয়েছে বাউল সংগীত, যারি গান, যাত্রাপালা, লাঠিখেলা এবং বিভিন্ন স্টলসহ দেশের সমৃদ্ধ ইতিহাস ও ঐতিহ্যের পরিচয়।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন আয়োজক কমিটির সভাপতি, বিশিষ্ট বাউল শিল্পী ও সিনিয়র সাংবাদিক মনিরুজ্জামান ধীরু।